রবীন্দ্রনাথ
অসীমের চিরবিস্ময়

সম্পাদক

নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক

তুষার পটুয়া ও শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত

প্রধান উপদেষ্টা

সঞ্জিৎ মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথ
অসীমের চিরবিস্ময়

সম্পাদক
নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক
তুষার পটুয়া ও শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত
প্রধান উপদেষ্টা
সঞ্জিৎ মণ্ডল

KALYANI UNIVERSITY

বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

RABINDRANATH : ASHIMER CHIROBISHMOY
This book consists of 173 articles related to the different works of Rabindranath Tagore. Edited by Dr. Nandini Bandopadhyay, co-editor by Dr. Tusar Patua & Dr. Shamashree Biswas Sengupta, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700009, August : 2023. ₹ 1200.00

© বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ২০২৩

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
তন্ময় ভট্টাচার্য
বরানগর

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

ISBN : 978-93-94748-50-7

মূল্য : বারশো টাকা

সূচিপত্র

বহির্বিশ্বে রবীন্দ্রচর্চা		**১৫-৫২**
জাপানে রবীন্দ্রনাথ	প্রবীর বিকাশ সরকার	১৫
প্রবাসঘরেও বসত করে দুইজনা	নবকুমার বসু	২২
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে	শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়	২৬
বিশ্বায়নের যুগে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা	তানভীর মোকাম্মেল	৩২
রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ	ভ.ভ.দনস্কিখ (অনুবাদক : স্মিতা সেনগুপ্ত)	৪৯
ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ		**৫৩-২৩০**
নিরীহ অবয়বের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ক্রূরতা	রুমা চক্রবর্তী	৫৩
অনটনের আবর্তে শাস্তি	যাদব মুরারী	৫৮
গোপন প্রাণে একলা মানুষ	প্রীতম চক্রবর্তী	৬৩
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়	শিপ্রা সাঁফুই	৬৮
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য	স্বপন সুতার	৭৪
সংকট থেকে সৌন্দর্য চেতনায় পৌঁছেছে নারীরা	অনসূয়া কুণ্ডু	৮০
আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও তিনসঙ্গী	অপি হালদার	৮৫
শেষ কথা : প্রকৃতি ও চৈতন্যের দ্বন্দ্ব	শ্রীপর্ণা রায়	৯১
রবীন্দ্রনাথের বিশেষভাবে সক্ষম নায়িকারা	অলোক নস্কর	৯৬
অতিথিরা চলেই যায়	মহঃ মেহেবুব হোসেন	১০১
দাম্পত্য সম্পর্কে নারী	সুস্মিতা মুখার্জি	১০৬
রবীন্দ্রনাথের গল্পসল্প	বিভাস দত্ত	১০৯
স্বর ও সংকট : মৃণাল ও মালেকা	রহিমা খাতুন	১১৪
সে : ব্যতিক্রমী শিশুপাঠ	সায়ন মণ্ডল	১১৮
আমি ভালোবাসি যারে	গোলক সরকার	১২২
আমি নারী আমি মহীয়সী	সৌমেন সরকার	১২৭
আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব : দুরাশা	তৈয়েবাতুন নেসা	১৩১

নির্বাকের বাক্	জয়ন্ত ঘোষ	১৩৪
তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়	সুব্রত পোদ্দার	১৪০
তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না	অনুপমা বালা সরকার	১৪৫
গিন্নি : সৃজনে জীবনের ছবি	সৌরভ দাস	১৪৮
রবীন্দ্র ছোটগল্পের চার কন্যা	অন্তরা ঘোষ	১৫৪
আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে	গণেশ কর্মকার	১৬১
এ টাকা দিয়ে তুমি আমায় অপমান কোরো না	বর্ণালী হাজরা	১৬৫
পৃথিবীতে কে কাহার	মনোরঞ্জন উরাও	১৭৭
পোস্টমাস্টার : কর্মজীবন ও পরিবার প্রীতির টানাপোড়েন	সমরেশ বাগ	১৮১
পণপ্রথার বলি : নিরুপমা ও হৈমন্তী	সফিকুল ইসলাম	১৮৬
তিনসঙ্গী : বিজ্ঞানীদের অন্তরমহল	প্রলয় মণ্ডল	১৯৩
আমিও বাঁচব, আমিও বাঁচলুম	স্মৃতি ঘোষ	১৯৯
মধ্যবর্তিনী ও নিশীথে তুলনার তুলিতে	মলয় মণ্ডল	২০৪
হিতবাদী পর্বে সমাজভাবনা	দেবদীপ চ্যাটার্জী	২১০
মধ্যবিত্তের বৃত্তে পোস্টমাস্টার	রুদ্রদেব মণ্ডল	২১৬
স্ত্রীর পত্রের ইচ্ছেডানায় একতারার ক্রমবিকাশ	পলি বাগচী	২২২
নষ্টনীড় : একলা নারীর পথচলা	মৌমিতা হালদার	২২৮
ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ		**২৩১-৩০১**
যোগাযোগ : মধু-কুমুর অন্তর্বিপ্লব	মৈত্রী মান্না	২৩১
বিমলা : ঘরে না বাইরে	শুভশ্রী দাস	২৩৪
দাম্পত্য ও প্রেমের আবর্তে মালঞ্চ	নন্দিতা সরকার	২৪০
শ্রীবিলাসের দ্বন্দ্ব	রিম্পা শর্মা	২৪৬
আমি আজ ভারতবর্ষীয়	বিপুল মণ্ডল	২৫১
শেষের কবিতা : সীমার মাঝে অসীম	হেমন্ত মণ্ডল	২৬০
প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন : চতুরঙ্গ	লিপি মণ্ডল	২৬৭
চতুরঙ্গে আগুন : চরিত্রগহীনে প্রবেশের চাবিকাঠি	মৌসুমী তরফদার	২৭১
ঘরে বাইরের প্রান্তজন	উজ্জ্বল গরাই	২৭৬
বিপ্লববাদ বনাম ব্যক্তিপ্রেম : চার অধ্যায়	সিদ্ধার্থ ঘোষ	২৮১
যোগাযোগের মধুসূদন	শ্যামাশ্রী মণ্ডল	২৮৭
রবীন্দ্র-উপন্যাসে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ	অঞ্জলি পাইক	২৯৫

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ৩০২-৪২২
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী — আশিস রায় — ৩০২
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা রঙ্গমঞ্চ — সুরজিৎ সামুই — ৩০৮
রবীন্দ্র নাটকে মূল্যবোধ ও হৃদয়বৃত্তি — নন্দিতা দাস চৌধুরী — ৩১৪
অচলায়তন : একটি প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা — কাজল গাঙ্গুলী — ৩২১
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে — নয়ন ভল্লা — ৩২৮
জাতকের কাহিনি ও চণ্ডালিকা — গরিমা ভট্টাচার্য্য — ৩৩৬
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস : ভাঙো অচলায়তন — বুদ্ধদেব সাহা — ৩৪২
রবীন্দ্র নাটকের গান ও গানের নাটক — সৌভিক পাঁজা — ৩৪৬
রাজার চিঠি — রাজেশ সরকার — ৩৫১
রবীন্দ্রসৃষ্টিতে প্রাণ : ফাল্গুনী ও রক্তকরবী — দেবদীপ দাস — ৩৫৬
আমার মুক্তি আলোয় আলোয় — রেশমী বালা — ৩৬৪
রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ও নারীশক্তি — অর্পিতা বিশ্বাস — ৩৭০
রবীন্দ্রনাথের নাটক : বৌদ্ধ আখ্যানের গ্রহণ বর্জন — সুখেন্দু ঘোষ — ৩৭৬
বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও রাজা — মহুয়া খাতুন — ৩৮২
রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চায়নে শম্ভু মিত্র — রঘুনাথ সাণ্ডেল — ৩৮৮
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে : মুক্তধারা — মোঃ হাবিব — ৩৯২
ফাল্গুনী : চলজ্জীবনযৌবনাং এবং রবীন্দ্র প্রযোজনা — খেয়া মণ্ডল — ৩৯৮
মঞ্চভাবনায় রবীন্দ্রনাথ — সঞ্জয় মণ্ডল — ৪০৩
শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে : তপতী — শম্পা চৌধুরী — ৪০৯
আমাকে তোমার সাথী কর নন্দিন — নাসিমা রহমান — ৪১৩
পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র নাটক — সৈয়দ রাফিকা সুলতানা — ৪১৭

কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ৪২৩-৫৩০
রবি-মানসী — মানিক বিশ্বাস — ৪২৩
রবীন্দ্রকাব্যে লোকসাহিত্যের উপাদান — ননীগোপাল মালো — ৪২৯
নমামির পাতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের পুনর্নির্মাণ — দেবাশিস পাল — ৪৩৬
অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু : নৈবেদ্য — তৃষা চক্রবর্তী — ৪৪৪
পার করে দাও কালের পারাপার : পলাতকা — শ্রেয়া চৌধুরী — ৪৫৩
অসীম-অখণ্ড চেতনার নৈবেদ্য — শর্মিষ্ঠা ধারা — ৪৫৮
রবীন্দ্র-কবিতায় পৌরাণিক আখ্যান — দিবাকর বর্মন — ৪৬৩
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে — উত্তম দাস — ৪৬৯

তরীময় রবীন্দ্রকাব্য	সুপ্তি ভট্টাচার্য	৪৭৪
আমিত্বের সঙ্গে বিশ্ববোধের মেলবন্ধন : গীতাঞ্জলি	এমিলি দাস	৪৮০
রবীন্দ্রনাথের কাব্যচিন্তা ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'	সৃজন দে সরকার	৪৮৬
গীতাঞ্জলির অনন্ত প্রবাহ	রানু বিশ্বাস	৪৯২
ভাষা ও ছন্দ : বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও রবীন্দ্র-কবিতার সাধারণ তত্ত্ব	শর্মিলা নন্দী	৪৯৮
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী : শৈলীবিচার	মামুন রশিদ খান	৫০৩
পরিশোধ কবিতা, পরিশোধ নাট্যগীতি ও নৃত্যনাট্য শ্যামা	প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য	৫০৭
খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর : মন ও মনস্তত্ত্ব	তারক নাথ চট্টোপাধ্যায়	৫১৫
রবীন্দ্রনাথের বলাকা ও বলাকার রবীন্দ্রনাথ	সুপর্ণা খাঁ	৫২১
আমি বুদ্ধের দাসী	টৌটন বায়েন	৫২৬
রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যভাবনা		**৫৩১-৬২৪**
বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা	সৈকত দাস	৫৩১
রবীন্দ্র নাটকের গান প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী	মধুশ্রী মণ্ডল	৫৩৮
গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি	সুচরিতা বিশ্বাস	৫৪৩
মিশে গেছে আঁধার-আলোয়	সংহিতা সান্যাল	৫৫১
রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা ভ্রমণ ও মণিপুরী নৃত্য	শুভদীপ সরকার	৫৫৬
দারুণ অগ্নিবাণে রবির গান	সাহেব কুমার দাস	৫৬৪
রবীন্দ্রগানে ভ্রষ্টলগ্ন	সুলক্ষণা ঘোষ	৫৭০
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে	সুতপা ষড়ঙ্গী	৫৭৫
সাঁওতালি অনুবাদে রবীন্দ্র সঙ্গীত	ফ্রেডরিক মান্ডি	৫৮০
রবীন্দ্রনাথ এবং লালনের গানের খাতা	কল্যাণ মুখার্জী	৫৮৭
রবীন্দ্রসংগীতে সুরান্তর, পাঠান্তর ও ছন্দান্তর	সুকান্ত চক্রবর্তী	৫৯৫
এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন	শর্মিলা দাশ	৫৯৯
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সাধনায় ঠাকুর পরিবারের অবদান	রিয়া গুহ	৬০৩
দু বেলা মরার আগে মরব না	অনুপমা দাস	৬০৯
রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র : সংগীতের বিচিত্র পাঠভেদ	ঋতুপর্ণা ঠাকুরা	৬১৩
রবীন্দ্রগানে ভৈরবী	অর্পণ রক্ষিত	৬১৯

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ৬২৫-৬৩৬
নূতন ও পুরাতন : রাবীন্দ্রিক সামঞ্জস্য-চেতনা — লোপামুদ্রা জানা — ৬২৫
কালান্তর : সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রচিন্তা — দেবপ্রিয় মণ্ডল — ৬৩১

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত ও কর্মজগত ৬৩৭-৭০৪
কর্মযোগে ঘর্ম পড়ুক ঝরে — নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় — ৬৩৭
শিক্ষার সংকট — রাজশেখর নন্দী — ৬৫০
রবীন্দ্রনাথ-আশুতোষ- বিদ্যাসাগর : শিক্ষা চেতনার তিন স্তম্ভ — লিলি সরকার — ৬৫৩
শিক্ষা, মুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ — সায়ন্তনী মিত্র — ৬৫৭
রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ও পরিবেশ ভাবনা — অরিত্রী দে — ৬৬২
পল্লী উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা — কৃষ্ণা ঝুল্কী — ৬৬৮
সমবায় নীতি : একটি অর্থনৈতিক অভিজ্ঞান — পৌলমী সরকার — ৬৭৪
গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রবীন্দ্রনাথ — রিম্পা মাইতি — ৬৭৮
Tagore's Sikshar Herpher-The Eco-Sustainable Educational Regime and New Segmentation — Ayanita Banerjee — ৬৮৩
শ্রীনিকেতন পরিকল্পনা — গৌরী রানী হোড় — ৬৯১
রবীন্দ্রনাথের সমাজ সংস্কারে অসাম্প্রদায়িকতা — রত্না বালা মজুমদার — ৬৯৮
রবীন্দ্র ভাবনায় জাতীয়তাবাদের ভিন্ন স্বরূপ — শিরিন মোল্লা — ৭০১

রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন ৭০৫-৭৫০
ও অনাথের নাথ ও পতিতের পতি — দূর্বা সিংহ রায়চৌধুরী — ৭০৫
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে — অনিন্দিতা শেঠ — ৭০৮
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই — ইমদাদুল হক মামুন — ৭১৫
রবীন্দ্রদর্শনে আত্মচিন্তা — সৌরভ মজুমদার — ৭১৯
আমারে তুমি অশেষ করেছ — পিয়াসী রায় — ৭২৫
রবীন্দ্রনাথ : ব্রহ্ম দর্শন ও শিল্প ভাবনা — টুম্পা রায় — ৭৩১
মরণ রে তুহুঁ মম শ্যামসমান — রাজেন্দ্র প্রসাদ মুখার্জি — ৭৩৫
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু — অনন্যা চ্যাটার্জী — ৭৪২
মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ — অমিত দে — ৭৪৬

পত্র সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ৭৫১-৭৭২

ছিন্নপত্রাবলী : বিবিধ সত্তার সমন্বয়	শঙ্খ দত্ত	৭৫১
রাশিয়ার চিঠি : মানব মুক্তির পথ	বিদিশা মাহাত	৭৫৭
রাশিয়ার চিঠি ও দেশীয় অর্থনীতি	স্বরূপ দত্ত	৭৬১
রবীন্দ্র মননে রাশিয়া ও ভারতের রাষ্ট্রিক শিক্ষাব্যবস্থা	প্রিয়াংকা রায়	৭৬৮

রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র ৭৭৩-৭৯৯

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ	সুখেন বিশ্বাস	৭৭৩
রবীন্দ্র কবিতার চিত্রনাট্য	দীপ্তি দাস	৭৭৮
চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ	অনামিকা মণ্ডল	৭৮৩
রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র ভাবনা	মিতু বালা	৭৮৮
ঋতু পরিবর্তনেও উজ্জ্বল রবি	চন্দ্রাণী মুখার্জী	৭৯৫

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনা ৮০০-৮১২

রবীন্দ্র চিত্রকলার স্বরূপ সন্ধান	রীণা মজুমদার	৮০০
বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রচার-প্রসারে রবীন্দ্রনাথ	লোপামুদ্রা দত্ত	৮০৫

রবীন্দ্রনাথ ও শিশুপাঠ্য ৮১৩-৮৪৪

শৈশব-কৈশোরের চালচিত্র : সহজ পাঠ	রত্না সাহা চ্যাটার্জী	৮১৩
ছোটোদের বড়ো লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কৃষ্ণময় দাস	৮২০
শিশু সুলভ রোমান্টিসিজম ও রবীন্দ্র সৃষ্টি	অম্বালিকা সরকার	৮২৯
রবীন্দ্র ছোটগল্পে শিশু ও কিশোর	আঙ্গুরা খাতুন	৮৩৪
সহজ পাঠে সমাজ বাস্তবতা	রাজু মণ্ডল	৮৪০

বিবিধ প্রসঙ্গ ৮৪৫-১০০০

এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে	শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	৮৪৫
রবীন্দ্র ভাবনায় নারী	সীমা সরকার	৮৪৯
রবীন্দ্র ভাবনায় আদ্যাশক্তি কালী	অভিজিৎ সরকার ও দেবলীনা দেবনাথ	৮৫৬
রবীন্দ্র দৃষ্টিতে শিবাজী	সুশান্তকুমার মণ্ডল	৮৬১
চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ	পারমিতা চ্যাটার্জী ব্যানার্জী	৮৬৬
লীলা মজুমদারের কলমে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ	সুস্মিতা ঘোষ	৮৭০
শিশিরকুমার দাশের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ	সার্থক দাস	৮৭৬

রবীন্দ্রনাথের জীবনাভিমুখ : একাকিত্ব থেকে যোগারূঢ়	তনুশ্রী ভট্টাচার্য	৮৮২
দুই নারী তত্ত্ব : রবীন্দ্রসৃষ্টির আলোকে	তন্দ্রা কর	৮৮৭
বিজ্ঞাপন ও রবীন্দ্রনাথ	মনীষা পাল	৮৯৪
খামখেয়ালী সভা	দেবী মণ্ডল	৯০০
আত্মপরিচয়ে রবীন্দ্রপরিচয়	বুদ্ধদেব অধিকারী	৯০৭
বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী সংকলন ও রবীন্দ্রনাথ	অভিষেক ঘোষাল	৯১৩
হাসান আজিজুল হকের প্রবন্ধে রবীন্দ্র সাহিত্য ও দর্শন	নন্দিতা পণ্ডিত	৯১৯
ঠাকুরবাড়ির পত্র-পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ	দেবলীনা চৌধুরী	৯২৫
Partition and Nation- Revisiting Tagore Through the lens of Ghatak's Subarnarekha	Sutanu Palchowdhury	৯২৮
শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সেকাল-একাল	কুমারী সঞ্চিতা রানী	৯৩২
ভিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ	নীলাদ্রি নিয়োগী	৯৩৬
রবীন্দ্রনাথ ও দীনবন্ধু এন্ডরুজ	অনুপ দাস	৯৪২
রামেশ্বর শ'র দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ	ছোটন মণ্ডল	৯৪৯
রবীন্দ্রনাথের পুঁথিচর্চা	সন্দীপ কুমার সার্দুল	৯৫৪
মহাভারত চর্চা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সঞ্চারী হালদার	৯৬২
ঠাকুরবাড়ি ও অন্যান্য সাহিত্য আড্ডায় রবীন্দ্রনাথ	সুতৃষ্ণা ঘোষ	৯৭০
গোপাল হালদারের রবীন্দ্রনাথ	সঙ্ঘমিত্রা কর্মকার	৯৭৬
কোথায় পাবো তারে	সহেলি ভট্টাচার্য্য	৯৮০
বিজ্ঞানমনস্ক রবীন্দ্রনাথ	কিরণ শঙ্কর সরকার	৯৮৪
রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণ ও রবীন্দ্রসাহিত্য	অভি কোলে	৯৮৯
রবীন্দ্রনাথের দুই নিকেতন : 'শান্তি' ও 'শ্রী'-র দর্শনভূমি	তুষার পটুয়া	৯৯৭

রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণ ও রবীন্দ্রসাহিত্য

অভি কোলে

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবৎকালে দেশের নানা প্রান্ত ছাড়াও বার বার পাড়ি দিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের এই বিদেশ যাত্রার সূচনা এবং ১৯৩৪ সালে এর পরিসমাপ্তি। এই কালপর্বে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন ইংলন্ড, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন, আর্জেন্টিনা, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, হাঙ্গেরী, যুগশ্লোভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক, গ্রীস, মিশর, মালয়, জাভা, বলিদ্বীপ, কানাডা, রাশিয়া, ইরাক, ইরান, সিংহল ইত্যাদি ৩২টিরও বেশি দেশে। এই বিদেশ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যেমন— বিশ্বের নানান কবি সাহিত্যিক গুণীজনের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন তেমনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সাহিত্য সৃষ্টিতেও। নিজের দেশ ও সমাজের পাশাপাশি বিশ্বমানবের নানাবিধ সমস্যাকেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রত্যক্ষভাবে। বিশ্ব ও বিশ্বমানবতা সম্পর্কে তাঁর এই উপলব্ধি তাঁর সাহিত্য জগৎকেও প্রভাবিত করেছে গভীরভাবে।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন একজন ভোগী ও ভ্রমণবিলাসী মানুষ। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন। পিতার হাত ধরেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাড়ির বাইরে পা রাখেন দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, হিমালয়, বকোটায় যান। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ আকাঙ্খার নেপথ্যে রয়েছে পিতা ও পিতামহের ভ্রমণের প্রভাব। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতামহের মতো ভ্রমণবিলাসী মানুষ ছিলেন না, ছিলেন ভ্রমণপিয়াসী মানুষ। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তাই আমরা প্রায় সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়াতে দেখি। যদিও রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রার সূচনা ঘটেছে অন্য কারণে। ছোটোবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের দৈন্যদশা দেখে বাড়ির সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। সে যুগে বড়লোকের ছেলে লেখাপড়া না শিখলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করলে, তাকে বিলাতেই পাঠানো হত। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত হল বালক রবিকেও বিলাতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টারী পড়ানোর। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ ও সূত্রপাত ঘটল। এর প্রায় বারো বছর পর ১৮৯০ তে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিদেশের পথে পাড়ি দেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই বিদেশযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানান নি। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই বিদেশযাত্রাকে 'উদ্দেশ্যহীন কর্মহীন জীবনের উপসর্গ মাত্র' বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে

প্রথমবার বিলাতযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের ব্যারিস্টার হওয়ার উদ্দেশ্য সফল না হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি বালক রবির মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তখন অপরিণত মন নিয়ে আর পিতার ঘরে ফেরার হঠাৎ আহ্বানে সে পরিচয় সম্পূর্ণ হয়নি। তাই দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য দেশকে ভালো করে চেনা, নানা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-কলার রসাস্বাদ গ্রহণ করে নিজের চিত্তকে আনন্দ রসে প্লুত করা এবং প্রতিভা ও সৃষ্টি শক্তির পুষ্টিসাধন করা।

২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রার সূচনা ঘটে ইংলন্ড গমনের মধ্য দিয়ে। প্রায় দেড় বছর কাল ইংলন্ডে অতিক্রম করে কবি মার্চ ১৮৮০ দেশে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ আঠারো বছর বয়সে প্রথম বিলাত থেকে ফিরে এলেন। তবে তাঁর এই প্রথম বিলাত যাত্রার অভিজ্ঞতা তাঁর মনে বিশেষ দাগ রেখে গেল। বিলাতের বাইরের চাকচিক্যে তিনি আকৃষ্ট হননি। বরং এইসব দেখে প্রথমে তিনি কিছুটা নিরাশই হয়েছিলেন। তাঁর নিরাশার কথা ব্যক্ত করে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে তিনি লিখেছেন—

> "মনে করেছিলুম, য়ুরোপে পৌঁছেয়েই কি অপূর্ব দৃশ্য চোখের সুমুখে খুলে যাবে। সে যে কি তা কল্পনাতেই থাকে, কথায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, কল্পনার সঙ্গে সত্যরাজ্যের প্রায় বনে না।... ইউরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয় নি।"[১]

বাইরে থেকে ফ্যাশনেবল মেয়েদের দেখে তাদের সম্বন্ধে রবির ভাল ধারণা হয়নি। কিছুদিন থাকার পর বিলাতের ভালো দিকটা তাঁর কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বুঝলেন বিলাতের সামাজিক স্বাধীনতা একটি মূল্যবান জিনিস। তাদের কর্মপ্রীতি ও উপকরণহীনতা বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বিলাত ভ্রমণে জীবনের এক নতুন সত্যকে খুঁজে পেলেন। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন পাশ্চাত্যের রীতি-নীতি, সমাজ ব্যবস্থাকে। তাঁর বিশেষ নজর কাড়ল সেখানকার নারী-স্বাধীনতার আদর্শ। সংস্কারপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশে বড়ো হওয়া বালক রবির মনে পাশ্চাত্যের গতিশীল মুক্ত জীবনে ঝড়ো হাওয়ার মতো প্রচণ্ড অভিঘাত এনেছিল। শিক্ষালাভ করতে গিয়ে তিনি লাভ করলেন অন্য এক শিক্ষা। যা তাঁকে আমাদের সমাজ, রাষ্ট্রকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করল। তাঁর ব্যারিস্টার হওয়া না হলেও তাই এ যাত্রা বিফলে গেল না। নিজেকে সমৃদ্ধ করতে সফল হয়েছিলেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্বজীবনে প্রবেশের পথ কাটলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে কবি ২৩ আগস্ট ১৮৯০ দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা করলেন। দ্বিতীয় বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রও ইংলন্ড। বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য দেশ-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং নিজের প্রতিভা ও সৃষ্টিশক্তির পুষ্টিসাধন করা। মাত্র দশ সপ্তাহ ইংলন্ড বাস করার পর কবি দেশে ফেরেন ৪ নভেম্বর ১৮৯০। দ্বিতীয়বারের যাত্রায় তিনি অল্পদিন বিলাত বাস করলেও তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য-রস যেমন উপলব্ধি করেছিলেন তেমনি য়ুরোপীয় মানব জীবনের গভীরে প্রবেশ করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য

নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবল গতিবেগ সম্পন্ন জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ করলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ভ্রমণ কেবল চক্ষুর তৃপ্তি ও মনের বিস্ময়ের খোরাক জুগিয়েছে, তাঁর সমগ্র চেতনাকে আলোড়িত করেনি। পরবর্তীকালে নতুন দেশে পদক্ষেপ তাঁর কাব্যানুভূতি, দার্শনিক সমীক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির নিগূঢ় উপলব্ধিকে একসঙ্গে উদ্রিক্ত করে তাঁকে জীবনের নব নব তাৎপর্য-গভীরতার সন্ধান দিয়েছে।

পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী ও সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে ২৭ মে ১৯১২ রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার ইংলন্ড যাত্রা করেন। ১৬ জুন তিনি লন্ডনে পৌঁছান। ৭ জুলাই রোটেনস্টাইনের বাড়িতে এন্ড্রুজসহ অনেক গুণীজনের সমাগম ঘটে, কবি তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হন। এই সভায় ইয়েটস 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা পাঠ করেন। ১৯ অক্টোবর ১৯১২ পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে কবি আমেরিকা যাত্রা করেন। ২৭ অক্টোবর নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। জুন ১৯১৩ তিনি আমেরিকা থেকে পুনরায় ইংলন্ড যাত্রা করেন এবং তিন মাস লন্ডনে বাস করার পর ৬ অক্টোবর ১৯১৩ কলকাতায় ফেরেন। ১৯১২ তে লন্ডনে বন্ধু রোটেনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নির্জনতা থেকে এসে পড়েছিলেন বৃহৎ বিশ্বের কেন্দ্রে। তৃতীয় বারের ইউরোপ ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথকে সম্মানের শিখরে পৌঁছে দিল। ১৩ নভেম্বর ১৯১৩ সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁর নোবেল প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করলেন। তিনি তা সাদরে গ্রহণ করলেন। আর হয়ে উঠলেন বিশ্বকবি, বিশ্বমানবতার কবি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আজীবন সৃষ্টিশীল। সর্বদা তিনি সৃষ্টিকর্মে নিমগ্ন থাকতে ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন দেশবিদেশ ভ্রমণ করতেও, বিভিন্ন শিল্পসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে। ৩ মে ১৯১৬ জাপান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। জাপানের ভেতর গিয়ে আর্টের মর্মসত্য অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে তিনি জাপানে গেলেন। এই ভ্রমণে কবির সঙ্গী ছিলেন এন্ড্রুজ, পিয়ারসন ও মুকুল দে। ১০ মে সদলে রেঙ্গুনে পৌঁছান। সেপ্টেম্বরের প্রথমে কবি জাপান থেকে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৮ সেপ্টেম্বর কবি ওয়াশিংটনের সিয়াটল নগরে পৌঁছান। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে কবি ৪০টির মতো বক্তৃতা প্রদান করেন। পারিশ্রমিক হিসাবে তাঁকে প্রতি বক্তৃতার জন্য ৫০০ ডলার (প্রায় দেড় হাজার টাকা) করে অর্থ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন আমেরিকার মি: পনড। ২১ জানুয়ারি ১৯১৭ তিনি পুনরায় জাপান যাত্রা করেন। ১৭ মার্চ ১৯১৭ তিনি কলকাতায় পৌঁছান।

রবীন্দ্রনাথ 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম' এই আদর্শে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করেছিলেন। বিশ্বভারতীর এই আদর্শের প্রতি প্রতীচীর সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং এই ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে ১৯২০ ও তার পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ দেশে দেশে ভ্রমণ করেছেন। ১৫ মে ১৯২০ রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী ও মঞ্জুদেবীকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে ইংলন্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ৫ জুন তাঁরা প্লিমাউথ বন্দরে পৌঁছান। ইংলন্ডের পর কবি ফ্রান্স, হল্যান্ড, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও জার্মানি পরিভ্রমণ করেন। এক বছরেরও বেশি সময় তিনি

ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে ১৬ জুলাই ১৯২১ দেশে ফেরেন। ১২ অক্টোবর ১৯২২ রবীন্দ্রনাথ এন্ড্রুজকে সঙ্গে নিয়ে সিংহল যাত্রা করেন। কলম্বো, গালে ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতার পর নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশে ফিরে আসেন। ১৯ মার্চ ১৯২৪ কলকাতা থেকে ইথিওপিয়া জাহাজে ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, কালিদাস নাগ ও এলমহার্স্টকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চীন যাত্রা করেন। ৩১ মে তিনি জাপানে যান। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপান ভ্রমণকালে কবিকে নানাভাবে সাহায্য করেন। প্রায় চার মাস পর কবি দেশে ফেরেন। ১৯২৪ এর ১৯ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, নন্দিনী, সুরেন্দ্রনাথ কর, গিরিজাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও বিজয় বসুকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেন আর্জেন্টিনা ও ইতালির উদ্দেশ্যে। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস এয়ারিসে পৌঁছান ৬ নভেম্বর ১৯২৪। আর্জেন্টিনায় কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ৩ জানুয়ারি ১৯২৫ কবি ইতালিয়ান জাহাজে জুলিয়ো সিজারে য়ুরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রায় পাঁচ মাস ভ্রমণান্তে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ তিনি দেশে ফিরে আসেন।

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ নবমবার বিদেশ যাত্রা করলেন। এ যাত্রায় তিনি ইতালি-সহ য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলি পরিভ্রমণ করেছিলেন। মনে করা হয় যে, মুসোলিনীর আমন্ত্রণ রক্ষা ছিল রবীন্দ্রনাথের এবারকার বিদেশ যাত্রার প্রত্যক্ষ কারণ। তাছাড়া ১৯২৪-১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর ছিল অসমাপ্ত। তিনি মিলানবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পুনরায় ইতালি আসার। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাও ছিল এ যাত্রার অন্যতম কারণ। অসীম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলন্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক, গ্রীস ও মিশর পরিভ্রমণ করেছেন। অনেকদিন থেকেই এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণের বাসনা ছিল রবীন্দ্রনাথের, উদ্দেশ্য ছিল দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার সম্বন্ধ বিচার করা। তাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মি. এরিয়াম, সুরেন্দ্রনাথ কর, ধীরেন্দ্রনাথ দেববর্মণকে সঙ্গে নিয়ে অবশেষে ১২ জুলাই ১৯২৭ কবি কলকাতা যাত্রা করেন। ২৪ আগস্ট বালিদ্বীপে পৌঁছান। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে কবি ২৭ অক্টোবর দেশে ফেরেন।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার সিংহল যাত্রা করেন ১৯২৮ সালে। ৩১ মে তিনি কলম্বোতে পৌঁছান। ১ মার্চ ১৯২৯ বোম্বাই থেকে মি. বয়েড টাকার, অপূর্বকুমার চন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কানাডা যাত্রা করেন। কানাডা থেকে কবি ২৪ মার্চ জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছান। জাপান থেকে পুনরায় কানাডা যাত্রা করেন এবং ৬ এপ্রিল কানাডার ভিক্টোরিয়া নগরে উপস্থিত হন। এরপর কবি আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৮ এপ্রিল লস এঞ্জেলসে পৌঁছান। ২০ এপ্রিল আমেরিকা থেকে পুনরায় জাপান যাত্রা করেন। চারমাস দু'দিন বিদেশ ভ্রমণ শেষে তিনি ৩ জুলাই ১৯২৯ মাদ্রাজে পৌঁছান। ১৯৩০ সালের ২ মার্চ রবীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, এরিয়াম, অমিয় চক্রবর্তী, হৈমন্তী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে কবি বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কলকাতা

থেকে যাত্রা করেন। সেখান থেকে ফ্রান্সের মার্সেলীস বন্দরে পৌঁছান। ২ মে কবি প্যারিসে আসেন। প্যারিস থেকে কবি ইংলন্ড যাত্রা করেন। ১১ মে লন্ডনে পৌঁছান। এরপর কবি জার্মানিতে যান, ১১ জুলাই বার্লিনে পৌঁছান। ১৪ জুলাই আইনস্টাইনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। জার্মানি থেকে তিনি ৭ আগস্ট ডেনমার্ক যাত্রা করেন। ডেনমার্ক থেকে আমেরিকায় গেলেন। ১১ সেপ্টেম্বর মস্কোতে পৌঁছান। ২৫শে সেপ্টেম্বর মস্কো ছেড়ে বার্লিনে যান কবি এবং ৩ অক্টোবর আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৮ ডিসেম্বর আমেরিকা ছেড়ে কবি ইংলন্ডে ফিরে আসেন এবং ১৯৩১এর জানুয়ারির শেষে তিনি দেশে ফেরেন। ১১ এপ্রিল ১৯৩২ রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা ঠাকুর, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে দমদম বিমান বন্দর থেকে পারস্য যাত্রা করেন। ইরাক ইরান ঘুরে দীর্ঘ দু মাস অতিক্রম করে কবি বাগদাদ থেকে বিমানপথে ৩ জুন দেশে ফেরেন। ১৯৩৪ সালের ৬ মে কবি তৃতীয়বার সিংহল যাত্রা করেন। এটাই কবির শেষ বিদেশ ভ্রমণ। ১৫ মে কলম্বোতে কবি সংবর্ধনা, 'শাপমোচন' নাটক অভিনয়, কবির চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ হয়ে কবি ২৮ জুন শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

১৮৭৮ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ, এই ৫৬ বছর কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ বার বার পাড়ি দিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণকালে কবি বিদেশী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ, গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শনের পাশাপাশি ব্যস্ত ছিলেন আপন সৃষ্টি কর্মেও। এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' (১৮৯১, ১৮৯৩), 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' (১৯২৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩০) ইত্যাদি ভ্রমণ সাহিত্যগুলি যেমন রচিত হয়েছে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে আরও নানা সাহিত্যকর্ম। যেমন ইংলন্ড ভ্রমণকালে তিনি 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের কিছু অংশ রচনা করেছিলেন। ইংলন্ড আমেরিকা ভ্রমণের যাত্রাপথে তিনি রচনা করেন 'জলস্থল', 'সমুদ্রপাড়ি', 'যাত্রা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি এবং এই ভ্রমণপর্বেই তিনি অনুবাদ করেন 'মালিনী', 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক ইত্যাদি। দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে তিনি রচনা করেন 'বাতাস', 'সমুদ্র' ইত্যাদি কবিতাগুলি। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ভ্রমণকালে রচনা করেন 'সাগরিকা', 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' ইত্যাদি কবিতা ও 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেন।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ডালহৌসী ভ্রমণ প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন "সেই ভ্রমণটি আমার রচনার মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"[২]

আবার এই চিঠিতেই তাঁর পল্লীগ্রামে ভ্রমণ সম্বন্ধে তিনি জানিয়েছিলেন "সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোটগল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ ও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে তা সহজেই বোঝা যায় এই দুটি কবিকৃত উক্তি থেকে।

বিপুল রবীন্দ্রসৃষ্টির নেপথ্যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করি। ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ 'পুনা' স্টীমারে বোম্বাই বন্দর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিদেশ যাত্রা করলেন। প্রথম দিন সন্ধ্যায় বিষণ্ন মন নিয়ে জাহাজের ডেকে বসে তিনি

সমুদ্রের বিচিত্র রূপ দর্শন করলেন। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'বৈতরণী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিদেশ যাত্রায় সমুদ্র দেখার এই অনুভূতি ও মনোবেদনার প্রকাশ দেখি আমরা। 'বৈতরণী' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"অশ্রুস্রোতে স্ফীত হয়ে বহে বৈতরণী,
চৌদিকে চাপিয়া আছে আঁধার রজনী।
... ...
অকূলে শুধু অনন্ত রজনী
ভেসে চলে কর্ণধারবিহীন তরণী।"[৪]

২২ আগস্ট ১৮৯০ রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা করেন। তিনি তাঁর প্রিয় স্বদেশ ও প্রিয়জনকে বিদায় জানিয়েছেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। তাঁর সেই মনোভাব বাণীমূর্তি পেয়েছে 'মানসী' কাব্যের 'বিদায়' ও 'সন্ধ্যায়' কবিতায়।

১৯২৪ সালে চিন ভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিনের যুদ্ধ বিধ্বস্ত রূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'গল্পস্বল্প' গ্রন্থের 'ধ্বংস' গল্পে ধ্বংসের কথা বলতে গিয়ে গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ চিনের নির্মম বাস্তবতাকে তুলে এনেছেন "সভ্যতার যে কত জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। ... যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কার্দানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।"[৫]

৬ নভেম্বর ১৯২৪ কবি আর্জেন্টিনার বুয়েনোস এয়ারিসে পৌঁছান। অবসন্ন ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনায় তাঁর অসুস্থ দেহমনের নিত্য সেবিকা রূপিনী হিসাবে পেলেন মহীয়সী নারী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'বিজয়া' এবং 'বিজয়ার করকমলে' তাঁর 'পূরবী' কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন। ভিক্টোরিয়ার সেবা ও মাধুর্যসুধায় মুগ্ধ হয়েছিলেন কবি। ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা খুঁজে পাই 'পূরবী' কাব্যের 'অতিথি', 'বিদেশী ফুল', 'মহুয়া' কাব্যের 'দূত', 'দিনান্তে', 'বাপী', 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'নির্বাক' ও 'ভীরু', 'সানাই' কাব্যের 'অধরা', 'দেওয়ানেওয়া', 'শেষকথা', 'হঠাৎ মিলন', 'দূরবর্তিনী', 'আত্মছলান' ইত্যাদি কবিতায়।

৩ জানুয়ারি ১৯২৫ রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনা থেকে ইতালিয়ান জাহাজে য়ুরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো কবির আরামের জন্য কবিকে একটি সোফা উপহার দেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'শেষলেখা' কাব্যের ৪ ও ৫ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই সোফার কথা স্মরণ করেছেন। ৪ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখেছেন—

"রৌদ্রতাপ ঝাঁঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে

... ...

... ...

চৌকীর ভাষা যেন আরো বেশি করুণ কাতর,
শূণ্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।"[৬]

১৯২৭ সালে বালিদ্বীপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রভাব দেখা যায় 'মহুয়া' কাব্যের 'সাগরিকা' কবিতায়। যবদ্বীপের বোরবুদের বৌদ্ধস্তূপ পরিদর্শনের উপলব্ধি থেকে তিনি যেমন রচনা করেন 'পরিশেষ' কাব্যের 'বোরবুদুর' কবিতা। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিক্রমার পরিসমাপ্তি ঘটেছে ১৯৩৪ সালে সিংহল ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। ৩ জুন ১৯৩৪ তিনি সিংহলের প্রাচীন রাজধানী ক্যান্ডী যান। এইসময় তিনি সিংহলের আদিম নৃত্যকলা অর্থাৎ ক্যান্ডীনাচ ভালোভাবে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এর প্রভাব দেখা যায় তাঁর 'নবজাতক' কাব্যের 'ক্যান্ডীয় নাচ' কবিতায়।

আমেরিকা ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে বলেন—

"অনবচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেন।"[৭]

১৯২৪ সালের ৭ অক্টোবর 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তে লিখলেন "কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তুউদগারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তু সঞ্চয়ের অন্ধভান্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম।"[৮]

১৮৭৮, ১৮৯০, ১৯১২-১৩ বিদেশ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে নারী-স্বাধীনতার রূপ দেখে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে লেখেন— "গোলাপের যে কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ নেই সেখানে স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে প্রখরতা চাই।"[৯]

এই ভাবনারই রূপায়ণ আমরা লক্ষ্য করি তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনী কিংবা 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কেতকী মিত্রের চরিত্রে। আবার তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির কয়েকটি রচিত হয়েছে পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে বা পাশ্চাত্য ভ্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন— 'Sadhana' (1912), 'Nationalism' (1917), 'Personality' (1917), 'Religion of Man' (1930) প্রভৃতি। বাংলা প্রবন্ধেও অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে তাঁর পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফসল। 'কালান্তর' (১৯৩৭) গ্রন্থের 'লড়াইয়ের মূল' বা 'বাতায়নিকের পত্র' তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

১৭ বছর বয়সে ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রার সূচনা ঘটলেও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর বিশ্ববাসীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড়তর হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করে হয়ে ওঠেন এক আন্তর্জাতিক মানুষ এবং এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্বদেশ ও দেশীয় সমাজ অপেক্ষা বেশি করে বিশ্বের দিকে ফেরানো। আজ বিশ্বে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও তাঁর কল্পনা, ভাব ও বিশ্বপ্রেম আজও সমগ্র বিশ্বের আদর্শ ও অনুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে ভারতের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন, বিশ্বের গুণী সমাজে ভারতের

মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আমরা সার্বিকভাবে বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথকে নতুন ভাবে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি যা অনেকটাই নির্ভর করে আছে তাঁর বিশ্বভ্রমণ ও তার প্রতিক্রিয়ার ওপর।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড (১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক : রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৮৩৯

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তম খণ্ড (১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক : রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৯৫, পৃ. ৩৪২

৩. তদেব, পৃ. ৩৪৬

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড (১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক : রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ২০৬

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড (১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক : রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৫০৭

৬. তদেব, পৃ. ১১৭

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড (১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক : রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯৬, পৃ. ৫৯৭

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড (১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক : রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২২, পৃ. ৪৬৬

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড (১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক : রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৮৩৬

অভি কোলে : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ